যুগান্তর

তারিখ ... OCT. 28 2006
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

শাবিতে নূতন ভিসি

অবশেষে রাহুমুক্ত হইয়াছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। অপসারণ করা হইয়াছে বিতর্কিত ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুসলেহ উদ্দিন আহমদকে। সংশ্লিষ্ট মহলের প্রত্যাশা, এখন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হইবে। নূতন ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম ফিরাইয়া আনিতে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। অপসারিত ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমিয়াছে। ২০০২ সালে প্রোভিসি নিযুক্ত হইবার পর হইতেই শাবিতে দুর্নীতির শিকড় প্রোথিত হয়। নানারকম অপকৌশলের মাধ্যমে তিনি তদানীন্তন ভিসিকে অপসারণ করিয়া নিজেই পদটি গ্রহণ করেন। উহার পর শাবিতে অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ ইত্যাদি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্যাম্পাসে অধ্যাপনা-অধ্যয়ন অর্থাৎ যেই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল— ক্রমশ উহার অবনতি ঘটিতে থাকে। এই পর্বতপ্রমাণ অভিযোগ সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনসহ সকল কর্মকাণ্ডে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ক্লাস হয় নাই। ড. মুসলেহ উদ্দিন আহমদের অপসারণের দাবিতে শিক্ষকরা ক্লাস গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি মানিয়া লইতে পারে নাই। তাহারা ড. মুসলেহ উদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ করেন শিক্ষকরাও। উহা সত্ত্বেও তখন তাহাকে পদচ্যুত করা সম্ভব হয় নাই। এত বিক্ষোভ ও বিতর্কের পরও তিনি স্বেচ্ছায় পদ হইতে সরিয়া যান নাই। অবশেষে ২৩ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. ইসলামকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হয়। উহার ফলে শাবির শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির আপাত অবসান ঘটিয়াছে। তিনি যুগান্তরকে বলিয়াছেন, সিলেটবাসীর গর্বের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাইতে হইবে। উহাকে একটি প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। অনতিবিলম্বে সেইখানে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নূতন ভিসি যোগ দেওয়ার পরে শাবিতে অচলাবস্থা দূর হইবে এবং শিক্ষক ও ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়া যাইবে ইহাই সকল মহলের প্রত্যাশা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির সকল সমস্যা এখনও দূর হয় নাই। বিদায়ী ভিসি এত অনিয়ম ও এমন জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যে উহা দূর করিতে নূতন ভিসিকে অনেক বেগ পাইতে হইবে। শাবির সমস্যাবলীর সমাধান হইবে নূতন ভিসির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বলা বাহুল্য, দীর্ঘকালের সৃষ্ট সমস্যা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নহে। আশা করি, নূতন ভিসি ধীরে ধীরে সকল সমস্যার সমাধান করিবেন। এই মুহূর্তে অবশ্য তাহার প্রধান দায়িত্ব হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর ব্যবস্থা করা। বিদায়ী ভিসির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মাসের পর মাস ক্লাস হয় নাই। হয় নাই পরীক্ষাও। ফলে সেশনজট দীর্ঘ হইয়াছে। ছাত্রদের ক্ষতি হইয়াছে অপরিমেয়। সুতরাং নূতন ভিসিকে সেশনজটের সমস্যা সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। নূতন ভিসি শাবির সকল অনিয়ম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্থিতি আসিবে এবং ছাত্রদের অধ্যয়নের পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে ইহাই প্রত্যাশা।